

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

292645 - কচ্ছি খাবারকে রমযানরে জন্য বশিষ্টিকরণরে হুকুম

প্রশ্ন

আমাদরে মশিরে পবতির রমযান মাসে বশিষে কচ্ছি খাবার থাকে; যমেন- কুনাফা, কাতায়ফে, কামারুদ্দীন, ড্রাই ফ্রুটস ইত্যাদি। আমরা যে এলাকাতে থাকি সখোনে একজন তালবিল ইলম আছনে তিনি বলছনে: ইবাদতরে মাসকে এসব খাবাররে জন্য খাস করা জায়যে হবে না। কনেনা কচ্ছি অভ্যাসকে ইবাদতরে মাসরে দকি সম্বন্ধতি করা এগুলকে বদিতাে পরণিত করে। বশিষেতঃ এই খাবারগুলের মধ্যে এমন কচ্ছি নাই যার মাধ্যমে রোযাদার রোযা রাখার ক্ষেত্রে সহযোগতি পান। তাই এগুলো ইদ্রয়িগ্রাহ্য উপকরণ বা শরয়ি উপকরণ কোনটার মধ্যই পড়ে না। এর ভিত্তিতে তিনি বলছনে যে: উল্লেখতি খাবারগুলো রমযান মাসে খাওয়া হারাম; অন্যান্য মাসে নয়। তিনি আরও বলছনে যে, তিনি মশিরে কোন একজন আলমেরে নকিট এ কথাগুলো পড়েছনে। এ বশিষ্টি হুকুম কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

কটে কটে রমযান মাসে নরিদষ্টি কচ্ছি খাবার; যমেন- মষ্টিটান্ন ও অন্যান্য খাবার গ্রহণরে প্রথাতে অভ্যস্ত হতে কোন বাধা নহে। এটি বদিতারে মধ্যে পড়েবে না। কনেনা তারা এ ধরণরে বশিষ্টিকরণরে মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নকৈট্য অর্জনরে আশা করে না। বরং এটি অভ্যাসগত।

বদিত হচ্ছে-- দ্বীনরে মধ্যে নব প্রবর্তন। দলি হচ্ছে-- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "যে ব্যক্তি আমাদরে শরয়িতরে মধ্যে এমন কচ্ছি প্রবর্তন করে যা এতে নহে সটো প্রত্যাখ্যাত"। [সহি বুখারী (২৬৯৭) ও সহি মুসলমি (১৭১৮)]

সংযোজতি বদিত; যমেনটি বলছনে শাতবী; দ্বীনরে মধ্যে নব প্রবর্ততি রাস্তা; যটি শরয়িতরে প্রতদ্বিন্দবী। শরয়িতরে উপর চলার মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য করা হয় এই পথে চলার মাধ্যমেও সটোই উদ্দেশ্য করা হয়।

এর মধ্যে রয়েছে:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

নরিদ্বিষ্ট কছি সময়ে নরিদ্বিষ্ট কছি ইবাদত পালন করে চলা; যভোবে নরিদ্বিষ্টকরণ শরয়িততে পাওয়া যায়নি। যমেন-- শাবানরে মাসরে ১৫ তারখি রেযা রাখা ও ১৫ তারখি রাততে ইবাদত পালন করে যাওয়া।[আল-ইতসাম (১/৫১) থকে সমাপ্ত]

পক্শান্তরে, নরিদ্বিষ্ট কছি অভ্যাস নরিদ্বিষ্ট কছি সময়ে মনে চলা বদিাতরে সংজ্ঞায় পড়বে না।

সহহি বুখারীতে (৫৪০৩) সাহল বনি সাদ (রাঃ) থকে বর্ণতি তনি বলনে: "আমরা জুমার দনি এলে খুশি হতাম। একজন বৃদ্ধ মহলা ছিলনে তনি সলিক (বশিষে ধরণরে ভোজ্য উদ্ভদি) এর মূল সংগ্রহ করে সটোকে পাতলি রোন্না করতনে; সাথে কছি যব দতিনে। নামায শেষে আমরা তার সাথে দেখা করতে যতোম। তখন তনি আমাদরেকে এটা খাওয়াতনে। এ কারণে আমরা জুমার দনিকে পছন্দ করতাম। জুমার নামাযরে আগে আমরা কোনে কছি খতোম এবং ঘুমাতে না। আল্লাহর শপথ; এ খাবাররে সাথে কোনে চর্বি বা তলে ছিল না।"[সহহি বুখারী (৫৪০৩)]

এ হাদসি এসছে মহলা সাহাবী জুমার দনি এ বশিষে খাবার প্রস্তুত করতনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীগণে জুমার দনিরে অপক্শা করতনে এবং এ খাবার পাওয়ার কারণে জুমার দনিরে আগমনে খুশি হতনে!!

এখন কবিলা হবে: এটি বদিাত?!

কথিবা:

রমযান মাসে যে খাবার-দাবার প্রস্তুত করা হয় সটোর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীগণরে জুমার দনিরে যা করার অভ্যাস ছিল এ দুটোর মধ্যযে পার্থক্য কী?!

শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিমি (রহঃ) বলনে: "যে সব অভ্যাসকে নবপ্রবর্ততি বদিাত বলা হছে সে সব কথা যদি শূনা হয় তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্ণরে যামানায় যসেব খাদ্য, পানীয়, পোশাক-আশাক ও যানবাহন ছিল না এবং জীবন ধারণরে য়ে সব উপকরণ তাদরে যামানার পরে প্রবর্ততি হছে সে সবকছিকে নদিতি বদিাত হিসেবে গণ্য করত হবে!!

এ ধরণরে বক্তব্য চূড়ান্ত বাতলি ও মূল্যহীন এবং ইসলামরে মূলনীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত অজ্ঞতা। অথচ বদিাত প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বক্তব্য একবোর স্পষ্ট। বচিঞ্চণ ও বুঝানদরে কাছে তা অজানা নয়। প্রত্যাখ্যাত প্রবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হছে-- যা কছি ধর্মীয় বিষয়ে ঘটবে। যমেন কোনে কছি বৃদ্ধিকরা কথিবা এমন কোনে পদ্ধতি মনে চলা য়ে পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে চলতনে না।"[ফাতাওয়াস্ শাইখ মুহাম্মদ বনি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইব্রাহিমি (২/১২৮) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"অভ্যাস ও ইবাদতের মাঝে পার্থক্য:

ইবাদত হচ্ছে: আল্লাহর নকৈট্য হাছলি ও তাঁর থেকে সওয়াবপ্রাপ্তির জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কছির নরিদশে দয়িচ্ছেনে।

অভ্যাস হচ্ছে: মানুষ খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, পোশাকআশাক, যানবাহন ও লনেদনে ইত্যাৎ ক্বিতেরে নজিদেরে মধ্যে যা চরচা করে অভ্যস্ত।

আরকেটি পার্থক্য হল: ইবাদতসমূহেরে মূল হুকুম হচ্ছে-- পালন না করা ও হারাম হওয়া; যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সপক্শে কোন দললি সাব্যস্ত হয়। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: "নাকিতাদরে কতপিয় শরীক আছে, যারা তাদরে জন্য এমন কোন ধর্ম প্রবর্তন করছে, আল্লাহ যার অনুমতি দেননি?!" [সূরা শূরা, ৪২:২১]

পক্ষান্তরে, অভ্যাসসমূহেরে মূল বধিান হলো-- বধৈতা; যতক্ষণ না সটে নিষিদ্ধি হওয়ার ব্যাপারে কোন দললি সাব্যস্ত হয়।

অতএব, যদি মানুষ কোন অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় এবং তাদরেকে কোন ব্যক্তি বললে: এটি হারাম; তাহলে সে ব্যক্তির কাছ থেকে দললি চাওয়া হবে। বলা হবে: এটা যে, হারাম সে দললি কথায়?

পক্ষান্তরে, ইবাদত (উপাসনাসমূহ): যখন কাউকে বলা হবে এটা বদিত। সে ব্যক্তি বললে: না বদিত নয়। আমরা তাকে বলব: এটা যে, বদিত নয় এর দললি কথায়? কনেনা ইবাদতগুলোর মূল বধিান হল: না- করা; যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সপক্শে কোন দললি সাব্যস্ত হয় যে, এটি শরয়িতসম্মত।" [লিকাউল বাব আল-মাফতুহ (২/৭২) থেকে সমাপ্ত]

তনি আরও বলেন: "শরয়িতেরে পরভিষায় যটো বদিত তার মূলনীতি হচ্ছে- আল্লাহ যে বধিান দেননিসে বধিান মত আল্লাহর ইবাদত করা।

আপনি চাইলে এভাবেও বলতে পারেন: 'যে পদ্ধতির উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ ছিলেন না সে পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করা'। সুতরাং প্রত্যেকে যে ব্যক্তি এমন কোন কিছু দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে যে বধিান আল্লাহ দেননি, কিংবা যার উপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ ছিল না-- সে ব্যক্তি বদিতী।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তার সবে বদিত আল্লাহর নাম গুণাবলী সংক্রান্ত হোক কিংবা আল্লাহর দয়োগ্রহণ বধি-বিধি ও অনুশাসন সংক্রান্ত হোক।

আর যবে বধিগুণগে অভ্যাসগত; যগেলগে মানুষগে অভ্যাস ও প্রথার অনুসরণ চলগে: সগেলগে ধর্মগত নবপ্রবর্তন বলে আখ্যায়তি করা হয় না। সগেলগে আভিধানিকি দকি থকে নবপ্রবর্তন হলেও ধর্মীয় বধিয়ে নবপ্রবর্তন নয়। এবং এ ধরণগে প্রবর্তন থকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করনেন।"[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাঈলি ইবনে উছাইমীন (২/২৯২)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।